"মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.probashi.gov.bd

"মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.probashi.gov.bd

"মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০

প্রণয়ন কমিটি

সার্বিক নির্দেশনায়: ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ক্রম	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	আহবায়ক
২.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	সদস্য
৩.	উপসচিব (সেবা)	সদস্য
৪.	সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
৫.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আরটিআই	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়:
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ, ডিজাইন ও মুদ্রণে:
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

প্রকাশকাল:
২৪ নভেম্বর, ২০২০

"মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে । এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আইনী স্বীকৃতি পেয়েছে। জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই আইনের বাস্তবায়নই এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর পন্থা হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। কর্তৃপক্ষ যেন স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করে সে বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনে বিধান রাখা হয়েছে। শুধু তথ্য অধিকার আইন ও প্রবিধানমালাই নয়, দেশের অন্যান্য আইন এবং সচিবালয় নির্দেশমালাতেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে। সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩ নং নির্দেশ অনুসরণপূর্বক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা ও অফিসসমূহে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে নিয়মাবদ্ধ করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এ সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার আলোকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০' প্রণয়ন করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১' এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে যা দেশের নাগরিকদের জানার অধিকার রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ও কার্যালয়-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তিতে নাগরিক অধিকার রক্ষায় একটি পথ-নির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

এই নির্দেশিকা সকল নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবহারকারীগণের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে মর্মে আমি আশা করছি।

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

"মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

আহবায়কের নিবেদন

মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। আর স্বপ্ন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অন্তর্গত তথ্যের সমান কিংবা তার চেয়ে সামান্য বড়। সুতরাং তথ্যকে ঘিরেই জীবনের জাগরণ, যাত্রা ও সাফল্য দিগন্ত অবধি ব্যপ্ত ও ব্যক্ত হয়। এক্ষেত্রে তাই অর্থবহ তথ্য যথাসময়ে প্রাপ্ত হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যের অধিকার, তথ্য প্রদান, তথ্য প্রকাশ-এ ধারণাগুলো বাংলাদেশে এখনও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তবু আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। জনগণের সেবা পাওয়ার অধিকার সেবাদাতাকেই নিশ্চিত করতে হবে। বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের পূর্বে কী কী সুবিধা, নিরাপত্তা এবং প্রণোদনা আছে, তা জানা গেলে অভিবাসীদের অনেক উপকার হয়।

পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ কীরূপ এবং কর্মক্ষেত্রে কী ধরণের দক্ষতা প্রয়োজন তা আগে থেকে জানতে পারলে বহু জীবন, বহু পরিবার শান্তি-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে পারে। তাই সেবার তথ্য যাদের হাতে, তাদেরকেই জীবনবোধ বদলাতে হবে, ভাবনা বদলাতে হবে এবং ইতিবাচক ভূমিকা নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মুজিববর্ষে বহুবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো কর্মের পথ প্রদর্শন করা, তথ্য দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। যে কারণে স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে:

" মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

অর্থাৎ সক্ষমতা ও দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। কাজেই জেনে বুঝে দক্ষ হয়ে বিদেশে কর্মসংস্থান লাভে আমরা সঠিক তথ্য প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আসুন আমরা তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করি।

মোঃ শহীদুল আলম, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
ও
আহবায়ক
স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটি

সূচিপত্র

১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা ৭
১.১। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৮
১.২। মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী ৯
১.৩। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমকল্যাণ উইং ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০
১.৩.২ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) ১০
১.৩.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ১০
১.৩.৪ বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL) ১১
১.৩.৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ১১
২। নির্দেশিকার ভিত্তি ১২
২.১ নির্দেশিকার শিরোনাম : ১২
২.২ প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : ১২
২.৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: ১২
২.৪ অনুমোদনের তারিখ: ১২
২.৫ কার্যকরের তারিখ: ১২
২.৬ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা: ১২
৩। সংজ্ঞাসমূহ ১২
৩.১ তথ্য ১২
৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১২
৩.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১২
৩.৪ আপীল কর্তৃপক্ষ ১৩
৩.৫ তথ্য প্রকাশ ইউনিট ১৩
৩.৬ তৃতীয় পক্ষ ১৩
৩.৭ তথ্য কমিশন ১৩
৩.৮ তথ্য অধিকার বিধিমালা ১৩
৩.৯ কর্মকর্তা ১৩
৩.১০ আবেদন ফরম ১৩
৩.১১ আপীল ফরম ১৩
৩.১২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১৩
৩.১৩ পরিশিষ্ট ১৩
৪। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা ১৪
৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ১৪
৫.১ তথ্যের ভাষা ১৪

৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ.....১৪
৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি.....১৪
৭.১ তথ্যের জন্য কারও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-.....১৪
৮। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ.....১৫
৯। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি.....১৫
১০। তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা.....১৬
১১। তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ.....১৬
১২। আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি.....১৬
১২.১ আপীল কর্তৃপক্ষ:.....১৬
১২.২ আপীল পদ্ধতি:.....১৭
১২.৩ আপীল নিষ্পত্তি:.....১৭
১৩। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি.....১৭
১৩.১ তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যপরিধি:.....১৮
১৪। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদন্ডসমূহ.....১৮
১৪.২.১ প্রাপ্যতা-.....১৮
১৫। নির্দেশিকা সংশোধন.....১৯
১৬। নির্দেশিকার ব্যাখ্যা.....১৯
পরিশিষ্ট.....২০
পরিশিষ্ট-১ : স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম (২০২০).....২০
পরিশিষ্ট-২: তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা.....২৩
পরিশিষ্ট-৩: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ.....২৩
পরিশিষ্ট-৪: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ-.....২৩
পরিশিষ্ট-৫: আপীল কর্মকর্তার বিবরণ-.....২৪
পরিশিষ্ট-৬ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক').....২৫
পরিশিষ্ট-৭ তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ').....২৬
পরিশিষ্ট-৮ আপীল আবেদন ফরম (ফরম 'গ').....২৭
পরিশিষ্ট-৯ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য ফি.....২৮
পরিশিষ্ট-১০: তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের নির্ধারণ ফরম (ফরম 'ক').....২৯

১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত করতে তথ্যে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে; দুর্নীতি হ্রাস পাবে; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বোপরি দেশে সুশাসন সংহত হবে।

তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম হলো সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে জনগণ চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। পাশাপাশি এই আইনের ধারা ৬-এ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকের কাছে যাতে সহজলভ্য হয়, এরূপ সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনাসহ তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক পর্যালোচনায় এই আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনা (internal spirit) অনুধাবন করা যায়। আইনের এই উদ্দীপনা সর্বাধিক তথ্য প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। সর্বাধিক প্রকাশের অধিকতর কার্যকর মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০-এ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণেরও কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যাতে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫-এ নির্দেশিত তথ্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাও পালন করা হয়।

সচিবালয় নির্দেশমালাতেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের কথা বলা আছে। নির্দেশমালার ১৫(৫) নম্বর নির্দেশে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা দিয়ে সরকারি ওয়েবসাইটসমূহকে তথ্য প্রাপ্তির স্বীকৃত উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়া সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩ নং নির্দেশে বলা হয়েছে যে, "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও উহার আওতাভুক্ত অফিসসমূহ স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।"

২০১৪ সনের অক্টোবর মাসে মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, "নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিনিয়ত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে স্ব-স্ব ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখবে।" একই সিদ্ধান্তে এই কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করার কথাও বলা হয়েছে ।

আবার, কোনো কর্তৃপক্ষ নিজ থেকেই যদি জনগণের জানার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণকে জানিয়ে দেয়, তাহলে জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা পরিস্ফুটিত হয়। কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করলে সেই কর্তৃপক্ষের প্রতি সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ধারণা জন্মে যা, সেবাপ্রদানকারী পক্ষ ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির নিয়ামক হিসাবে

কাজ করে। এই সুসম্পর্ক গণতন্ত্রের পথে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিবে। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ তথ্য প্রদানকারী ও আবেদনকারী উভয় পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক।

তথ্য অধিকার আইন, তথ্য অধিকার প্রবিধানমালা, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, সচিবালয় নির্দেশমালা এবং অন্যান্য আইনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের অবাধ তথ্যপ্রবাহের নীতির চর্চা নিশ্চিত করতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার আওতাভুক্ত দপ্তর, সংস্থা ও অফিসসমূহের জন্য একটি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক বলে মন্ত্রণালয় মনে করছে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য চিহ্নিতকরণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্ধারণ, তথ্য প্রকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ, দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহির পদ্ধতি নির্ধারণসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় কাঠামোবদ্ধ করা সম্ভব হবে। উল্লিখিত সকল যুক্তি বিবেচনা করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রকাশিত হলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১.১। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মসংস্থান শুধুমাত্র দেশের বেকারত্ব হ্রাসই করে না, একই সাথে বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের প্রেরণকৃত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সাথে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বাংলাদেশি কর্মী গমন শুরু হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ। রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এ মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ ২৯ টি শ্রম কল্যাণ উইংসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিঃ (BOESL) এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে।

এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বের ১৭৪ টি দেশে এক কোটির অধিক বাংলাদেশি কর্মী গমন করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, তেমনি প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভিশন: প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মিশন: প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ; নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ; মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা; অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

লক্ষ্য: রূপকল্প -২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আনয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীতকরণ।

১.২। মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিষয়াদি।
- মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন/সংশোধন।
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন।
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান।
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান।
- বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

১.৩। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমকল্যাণ উইং ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.৩.১ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেলের নিম্নলিখিত ২৯টি শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবা প্রদান করা হয়ঃ

অঞ্চল	শ্রম কল্যাণ উইং
এশিয়া	আবুধাবী, দুবাই-সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, দোহা-কাতার, মাস্কাট-ওমান, রিয়াদ, জেদ্দা- সৌদি আরব, মানামা-বাহরাইন, কুয়ালালামপুর-মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বন্দর সেরী বাগওয়ান-ব্রুনাই, বাগদাদ-ইরাক, আম্মান-জর্ডান, মালে-মালদ্বীপ, ব্যাংকক-থাইল্যান্ড, হংকং, বৈরুত-লেবানন, সিউল-দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান-টোকিও।
আফ্রিকা	কায়রো-মিশর, ত্রিপলী-লিবিয়া, পোর্ট লুইস-মরিশাস, প্রিটোরিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
ইউরোপ	জেনেভা-সুইজারল্যান্ড, রোম, মিলান-ইতালী, এথেন্স-গ্রীস, মাদ্রিদ-স্পেন, মস্কো-রাশিয়া
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা-অস্ট্রেলিয়া

১.৩.২ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে রিক্রুটিং এজেন্টকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর উপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরনের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সরকার ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

১.৩.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। অত:পর ২০১৩ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ অনুযায়ী একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির

কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ পাসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন করা হয়। আইন অনুসারে ১৬ সদস্যের একটি পরিচালনা পরিষদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পরিষদের (বোর্ড) সভাপতি। সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল), বাংলাদেশ ব্যাংক, বিদেশ প্রত্যাগত ০১ জন নারীসহ ০৩ জন কর্মী এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক পরিচালনা পরিষদের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১.৩.৪ বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL)

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে **বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL)** প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে চাকরির নিরাপত্তা ও কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

১.৩.৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে জারিকৃত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) দ্বারা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১১ সালের ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। সৃষ্টিলগ্নে এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১০০ (একশত) কোটি টাকা। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধন ৪০০ (চারশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; তন্মধ্যে সরকার ২০ (বিশ) কোটি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৩৮০ (তিন শত আশি) কোটি টাকা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে। তফসিলি ব্যাংকের সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শাখা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স আনয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৪ টি শাখা রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ ব্যাংকের আরও ৩৬টি শাখা খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২। নির্দেশিকার ভিত্তি

২.১ নির্দেশিকার শিরোনাম :

এই নির্দেশিকা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০ নামে অভিহিত হবে।

২.২ প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.৪ অনুমোদনের তারিখ:

২৪ নভেম্বর ২০২০।

২.৫ কার্যকরের তারিখ:

এই নির্দেশিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৬ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা:

নির্দেশিকাটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও অন্যান্য অফিসসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ

৩.১ তথ্য

'তথ্য' অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ইউনিটসমূহের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যেকোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে : তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১০-এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৪ আপীল কর্তৃপক্ষ

'আপীল কর্তৃপক্ষ' তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২ক (আ) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩.৫ তথ্য প্রকাশ ইউনিট

'তথ্য প্রকাশ ইউনিট' অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও অন্যান্য অফিসসমূহকে বোঝাবে।

৩.৬ তৃতীয় পক্ষ

'তৃতীয় পক্ষ' অর্থ তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

৩.৭ তথ্য কমিশন

'তথ্য কমিশন' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

৩.৮ তথ্য অধিকার বিধিমালা

'তথ্য অধিকার বিধিমালা', ২০০৯ অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

৩.৯ কর্মকর্তা

'কর্মকর্তা' অর্থে কর্মচারিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১০ আবেদন ফরম

'আবেদন ফরম' অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট- ফরম 'ক'

৩.১১ আপীল ফরম

'আপীল ফরম' অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আপীল আবেদনের ফরমেট- ফরম 'গ'

৩.১২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' অর্থ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

৩.১৩ পরিশিষ্ট

'পরিশিষ্ট' অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তথ্যসমূহ কোন কোন পন্থায় প্রকাশ ও প্রচারিত হবে তা নির্ধারণ করবে;
- তালিকাটি নির্দেশিকার পরিশিষ্টে এবং ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য উপযুক্ত পন্থায় প্রকাশ করা হবে;
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩)- এ উল্লেখিত তথ্যসমূহ সংযোজন করবে;
- প্রতি ছয় মাস অন্তর এবং প্রয়োজনের নিরীখে এই তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫; তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং সচিবালয় নির্দেশমালার সংশ্লিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করবে।

৫.১ তথ্যের ভাষা

- তথ্যের মূল ভাষা হবে বাংলা। কোনো তথ্য যদি অন্য কোনো ভাষায় তৈরি হয়ে থাকে তাহলে তা সেই ভাষায় সংরক্ষিত হবে।
- তথ্য যে ভাষায় সংরক্ষিত থাকবে সেই ভাষাতেই আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হবে। আবেদনকারীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো তথ্য অনুবাদ করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ বহন করবে না।

৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসারে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

৭.১ তথ্যের জন্য কারও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

- আবেদন গ্রহণ ও তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি-৩(২) অনুসারে আবেদনপত্র গ্রহণের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন;
- চাহিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ধারা ৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯-এর বিধি-৪ অনুসারে যথাযথভাবে সরবরাহ করবেন;

- তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা-৯(৩) ও তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি-৫ অনুসারে যথাযথ অপারগতা প্রকাশ করবেন;
- কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, ধারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি-৮ অনুসারে উক্ত তথ্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করবেন;

৭.২ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর তফশিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরম্যাট/ফরম 'ক' সংরক্ষণ ও কোনো নাগরিকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহ;

৭.৩ আবেদন ফরম পূরণে সক্ষম নয়, এমন আবেদনকারীকে আবেদন ফরম পূরণে সহায়তা;

৭.৪ সঠিক কর্তৃপক্ষ নির্বাচনে ভুল করেছে, এমন আবেদনকারীকে সঠিক কর্তৃপক্ষ নির্বাচনে সহায়তা;

৭.৫ কোনো নাগরিকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ণয়ে সহায়তা;

৭.৬ কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে যথাযথ সহায়তা (এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন);

৭.৭ তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং স্বপ্রোণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হচ্ছে কি-না তা নির্ধারণে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা;

৭.৮ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সহায়তা; এবং

৭.৯ তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসহ এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ, আবেদনকারীর সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংকলন, তথ্যের মূল্য আদায়, হিসাবরক্ষণ ও সরকারি কোষাগারে জমাকরণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তথ্য কমিশনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি।

৮। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

বদলি বা অন্য কোনো কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকালে আইন অনুসারে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৯। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এ নির্দেশিকার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি' তাঁর জন্য প্রযোজ্য হবে।

১০। তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা

- কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরম 'ক' এর মাধ্যমে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।
- নির্ধারিত ফরম সহজলভ্য না হলে অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ; চাহিত তথ্যের নির্ভুল ও স্পষ্ট বর্ণনা এবং কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা উল্লেখ করে সাদা কাগজে বা ক্ষেত্রমত ইলেকট্রনিক মেইলে তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করতে পারবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সেই অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ অথবা আংশিক তথ্য সরবরাহে অপারগ হলে তার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর-তফশিলে উল্লেখিত ফরম-'খ' অনুযায়ী এতদবিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।
- আইনের অধীন প্রদত্ত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে" মর্মে প্রত্যায়ন করতে হবে এবং তাতে প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল থাকবে।

১১। তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ

- কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর তফশিলে উল্লেখিত ফরম 'ঘ' অনুসারে সেই তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সেই অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে (কোড নম্বর: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা করে চালানের কপি তাঁর কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন; অথবা
- অনুরোধকারী কর্তৃক নগদে পরিশোধিত তথ্যের মূল্য রশিদের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করবেন এবং প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে (কোড নম্বর: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা করে চালানের কপি সংরক্ষণ করবেন।

১২। আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি

১২.১ আপীল কর্তৃপক্ষ:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন মন্ত্রণালয়ের সচিব।

১২.২ আপীল পদ্ধতি:

ক) এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১০-এ উল্লেখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

খ) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করতে পারেননি, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন।

১২.৩ আপীল নিষ্পত্তি:

ক) আপীল কর্তৃপক্ষ কোনো আপীলের বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন:

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার শুনানী গ্রহণ;
- আপীল আবেদনে উল্লিখিত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রার্থীত প্রতিকারের যুক্তিসমূহ বিবেচনা;
- প্রার্থীত তথ্য প্রদানের সাথে একাধিক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট যুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহের শুনানী গ্রহণ।

খ) আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ -

- উপানুচ্ছেদ (ক) অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন;
- তাঁর বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপীল আবেদনটি খারিজ করতে পারবেন।

গ) আপীল আবেদনের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

- যত দ্রুত সম্ভব প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করবেন, তবে এই সময় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২৪(৪)-এ নির্দেশিত সময়ের অধিক হবেনা ; অথবা
- ক্ষেত্রমতে তিনি তথ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকবেন।

১৩। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে।

ক) মন্ত্রণালয় একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পারসন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে অন্যূন ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে।

খ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে।

১৩.১ তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যপরিধি:

- স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নির্ধারণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্দিষ্টকরণ এবং তা প্রকাশ ও প্রচার;
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকায় উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মান ও মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ;
- প্রকাশিত তথ্য ছয়মাস অন্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো সময়ে) হালনাগাদকরণ;
- তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- এই নির্দেশিকার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ষান্মাসিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মতামত, পরামর্শ গ্রহণ এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাসিক সমন্বয় সভায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন;
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ।

১৪। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদন্ডসমূহ

১৪.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নিম্নোক্ত প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচার-মাধ্যম এবং অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করবে:

ক) প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচারমাধ্যম হিসেবে নোটিশ বোর্ডে, মুদ্রিত লিপি, প্রকাশনা, গণমাধ্যম, সভা, গণশুনানি, ভিডিও প্রদর্শন, অডিও প্রচার, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, বিল বোর্ডে, দেয়াল-লিখন, দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন, মাইকিং, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রচলিত ও অনুমোদিত মাধ্যম;

খ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে ওয়েবসাইট, অ্যাপস, নেটওয়ার্ক এবং প্রচলিত ও অনুমোদিত অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম।

১৪.২ অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ইউনিটসমূহ নিম্নলিখিত মানদণ্ড নিশ্চিত করবে:

১৪.২.১ প্রাপ্যতা-

ক) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং তালিকাভুক্ত তথ্যসমূহকে যথাযথ বিভাজন করে সেইমতে প্রকাশ করা হবে, যেন সঠিক তথ্য সহজলভ্য হয়;

খ) তথ্য সঠিক সময়ে সহজলভ্য করা হবে এবং উপযোগিতা থাকা পর্যন্ত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

গ) তথ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

ঘ) কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার ও জনগণের অগ্রাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে;

ঙ) তথ্য প্রস্তুত হওয়া বা পরিমার্জনের পর যুক্তিসংগত সংক্ষিপ্ততম সময়ে হালনাগাদ করা হবে।

১৪.২.২ প্রবেশগম্যতা-

তথ্যে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস, অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপস, সফটওয়্যার ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং যেকোনো ডিভাইস, অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপস, সফটওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্যে প্রবেশ করা যাবে।

১৪.২.৩ ব্যবহারযোগ্যতা-

ক) ব্যবহারযোগ্যভাবে তথ্য প্রকাশ করা হবে, যাতে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও তা সহজে পেতে পারেন;

খ) প্রকাশিত তথ্য প্রাসঙ্গিক হবে;

গ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ সাধারণ ও সহজবোধ্য পন্থায় হবে;

ঘ) তথ্য যে ভাষায় সহজলভ্য হবে (বাংলা ভাষায় অগ্রাধিকার), সেই ভাষায় প্রদান করা হবে। অনুবাদ করা হবেনা;

ঙ) তথ্য খোঁজা, ডাউনলোড করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা থাকবে।

১৫। নির্দেশিকা সংশোধন

এই নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নির্দেশিকার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে নির্দেশিকার সংশোধন কার্যকর হবে।

১৬। নির্দেশিকার ব্যাখ্যা

এই নির্দেশিকার কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নির্দেশিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম (২০২০)

ক্রম	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম/পদ্ধতি
১.	মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল	ওয়েবসাইট
২.	আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৯ এর স্মরণিকা	মুদ্রিত কপি ও ওয়েবসাইট
৩.	মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত
৪.	আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের নাম, ঠিকানা ও ওয়েবলিংক	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ও ওয়েবসাইট
৫.	R.T.I-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের বিবরণ, নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ইমেইল এড্রেস	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট
৬.	স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড/ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রদান নির্দেশিকা/ ওয়েবসাইট
৭.	তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রদান নির্দেশিকা / ওয়েবসাইট
৮.	মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন'স চার্টার	ওয়েবসাইট
৯.	মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী	ওয়েবসাইট
১০.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের অর্জন ও ইনোভেশন	ওয়েবসাইট/বার্ষিক প্রতিবেদন
১১.	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন, আপীল ও অভিযোগের ফরম এবং অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির ফরম সমূহ	তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট/ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রদান নির্দেশিকা
১২.	বিদেশস্থ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, ফোন নম্বর ও ইমেইল এড্রেস-এর তালিকা	ওয়েবসাইট/ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রিত বার্ষিক প্রতিবেদন
১৩.	রিক্রুটিং এজেন্টের তালিকা (মে, ২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)	ওয়েবসাইট
১৪.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২০-২১)	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত
১৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা ২০১৯-২০	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত
১৬.	শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে পদায়িত কর্মকর্তাগণের জিও	ওয়েবসাইট
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের তালিকা	মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএমইটির ওয়েবসাইট
১৮.	ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির তালিকা	মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএমইটির ওয়েবসাইট
১৮.	জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহের তালিকা	মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএমইটির ওয়েবসাইট
২০.	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত
২১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা ২০১৯-২০	মুদ্রিত কপি ও ওয়েবসাইট
২২.	অফিস আদেশ - শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত

২৩.	প্রবাসী ম্যানুয়েল, ২০২০	ওয়েবসাইট
২৪.	নিরাপদ অভিবাসন, টাস্কফোর্স ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	ওয়েবসাইট
২৫.	কর্মী হিসেবে বিদেশে যাওয়ার ধাপসমূহ	ওয়েবসাইট
২৬.	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট/ প্রবাসী ম্যানুয়েল
২৭.	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন ২০১৮	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট/ প্রবাসী ম্যানুয়েল
২৮.	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা ২০২০	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
২৯.	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৩০.	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা - ২০১৭	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট/ প্রবাসী ম্যানুয়েল
৩১.	রিক্রুটিং এজেন্সী লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালা ২০০২	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট/ প্রবাসী ম্যানুয়েল
৩২.	বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট/ প্রবাসী ম্যানুয়েল
৩৩.	প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা	ওয়েবসাইট
৩৪.	বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা, ২০১৮	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট/ প্রবাসী ম্যানুয়েল
৩৫.	বিদেশস্থ দূতাবাসের শ্রম উইংসমূহে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯	ওয়েবসাইট, প্রবাসী ম্যানুয়েল
৩৬.	বিএমইটি ও এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলী পদায়ন নীতিমালা-২০১৯	ওয়েবসাইট, প্রবাসী ম্যানুয়েল
৩৭.	পরিপত্র (বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা)	ওয়েবসাইট
৩৮.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা - ২০১৬ বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা	ওয়েবসাইট, প্রবাসী ম্যানুয়েল
৩৯.	বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮(সংশোধিত) (১৮-০৮-২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপণ)	ওয়েবসাইট, প্রবাসী ম্যানুয়েল
৪০.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা - ২০১৬	ওয়েবসাইট, প্রবাসী ম্যানুয়েল
৪১.	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডিরেক্টরি	প্রত্যেক অফিস তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৪২.	অভিবাসন তথ্য পুস্তিকা	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৪৩.	মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত-- (ক) সকল উন্নয়ন/পূর্তকাজ/ প্রকল্পসংক্রান্ত চুক্তি এলাকার এমন সব স্থানে, যা সেই এলাকার সকলের দৃষ্টিগোচর হয় (খ) প্রত্যেক চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি	যে এলাকায় পূর্ত কাজ সম্পাদিত হবে সে এলাকার এমন সব স্থানে, যা সেই এলাকার জনগণের কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হয়
৪৪.	প্রকাশনা প্রতিবেদন ও বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট ইত্যাদি
৪৫.	শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	ওয়েবসাইট
৪৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা	ওয়েবসাইট
৪৭.	চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্য	ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন
৪৮.	ক্রয় পরিকল্পনা, দরপত্র, কোটেশন	নোটিশ বোর্ড/ ওয়েবসাইট
৪৯.	A Handbook Mapping of Ministries	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট

	targets SDG 7th FYP 2016	
৫০.	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি এবং সময় সময় গঠিত অন্যান্য কমিটির তথ্যাদি	ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড
৫১.	প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের যোগাযোগ নম্বর	ওয়েবসাইট
৫২.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত-২০১৮)	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৫৩.	অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ও ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি
৫৪.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি/পদোন্নতি/বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত আদেশ	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৫৫.	সরকারি কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোক চিত্র, অঙ্কিত চিত্র, ভিডিও/অডিও, ডকুমেন্টারি, টিভিসি	ওয়েবসাইট
৫৬.	সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ সেবা সংক্রান্ত ওয়েবলিংক	ওয়েবসাইট
৫৭.	সরকারি ফরম	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৫৮.	মন্ত্রণালয় প্রতিদিন	ওয়েবসাইট

মন্তব্য: মন্ত্রণালয়ের ওয়েব অ্যাড্রেস: www.probashi.gov.bd

উপরোক্ত তালিকা ছাড়াও স্বপ্রাণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০ এর পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত "তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা" ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাদি তথ্য প্রাপ্তির নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণপূর্বক আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রদান করা যাবে।

পরিশিষ্ট-২: তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা

- মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে উপস্থাপনযোগ্য সারসংক্ষেপ, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
- বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি
- প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত, অপরাধ বৃদ্ধি হতে পারে
- জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত, বিচার বাধাগ্রস্ত হতে পারে
- ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে
- ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রদত্ত গোপন তথ্য
- আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে
- তদন্তাধীন বিষয় যার প্রকাশ তদন্তকাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে
- তদন্ত প্রক্রিয়া, অপরধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে
- আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে
- কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য

পরিশিষ্ট-৩: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ

কর্মকর্তার নাম	:	জনাব নাইমা আফরোজ ইমা
পদবি	:	সিনিয়র সহকারী সচিব
কার্যালয়	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ফোন	:	৪১০৩০২৪৯
মোবাইল	:	০১৬৮৮২৫৫৯০৮
ই-মেইল	:	dsparliament@probashi.gov.bd
ওয়েবসাইট	:	www.probashi.gov.bd

পরিশিষ্ট-৪: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ-

কর্মকর্তার নাম	:	জনাব মো: রাশেদুজ্জামান
পদবি	:	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব
কার্যালয়	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ফোন	:	৪১০৩০২৩০
মোবাইল	:	০১৭১২-৩৮০৪৩৫
ই-মেইল	:	pro@probashi.gov.bd
ওয়েবসাইট	:	www.probashi.gov.bd

পরিশিষ্ট-৫: আপীল কর্মকর্তার বিবরণ-

কর্মকর্তার নাম	:	জনাব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
পদবি	:	সচিব
কার্যালয়	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ফোন	:	৪১০৩০৪৪৪
ফ্যাক্স	:	৪১০৩০৭৬৬
ই-মেইল	:	secretary@probashi.gov.bd
ওয়েবসাইট	:	www.probashi.gov.bd

পরিশিষ্ট-৬ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক')

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১।	আবেদনকারীর নাম	.....
	পিতার নাম	.....
	মাতার নাম	.....
	বর্তমান ঠিকানা	.....
	স্থায়ী ঠিকানা	.....
	ফ্যাক্স/ই-মেইল/টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	.....
	পেশা	.....
২।	কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)	.....
৩।	কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত)	.....
	ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্যকোনো পদ্ধতি	
৪।	তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	.....
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	.....
৬।	তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	.....
৭।	আবেদনের তারিখ	.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৭ তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ')

ফরম 'খ'

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

১। আবেদন পত্রের সূত্রের নাম্বার তারিখ

প্রতি

আবেদনকারীর নাম .....

ঠিকানা .....

বিষয়: তথ্য সরবরাহের অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার.....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইলনা, যথা-

১। .....

২। .....

৩। .....

(.....)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবী
দাপ্তরিক সিল

পরিশিষ্ট-৮ আপীল আবেদন ফরম (ফরম 'গ')

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) .....

২। আপীলের তারিখ .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যায়ন .....

৯। অন্যকোনো তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারীর ইচ্ছা পোষণ করেন .....

আপীলকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৯ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (২)- এ উল্লেখিত তথ্যের জন্য এর বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমতে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হবে, যথা-

ক্রম	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/ তথ্যের মূল্য
১	২	৩
১।	লিখিত কোনো ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হরে এবং তদুর্ধ্ব মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	১। আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ২। তথ্য সরবরাহকারীর ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্র	বিনামূল্যে
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য

পরিশিষ্ট-১০: তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের নির্ধারণ ফরম (ফরম 'ক')

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত
প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং .....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : .....
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ : .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে : .....
তাহার নাম ও ঠিকানা

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : .....
(প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ : .....
(যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন
করা হয় সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে
হইবে।

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : .....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় : .....
কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে
বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য

সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর